পর্বঃ১৭

সারাদিন স্কুটারটা চালিয়ে পল্লবী খানিক্ষন বিশ্রাম নিতে বাবুরহাটের শাড়ির দোকানের মালিক অয়ন পালের দোকানে পাশে স্কুটারটা রাখল।দোকানের মালিক চা খাওয়ার কথা বললেও পল্লবী ধন্যবাদ জানিয়ে সকাল-সন্ধা হোটেলে একটু ভারী খাবার খেতে ঢুকলো।তখন লাঞ্চ টাইম।গরম খাবার মিলবে।এটা মধ্যবিত্তদের খাবার হোটেল।সেই সকালে সে হালকা নাস্তা খেয়ে বেড়িয়েছিল।হোটেলের কেবিনে বসে নিজেই পর্দাটা টেনে দিল।ছোট মাছ আর ডালের অর্ডার দিল অনেক্ষন কিন্তু খাবার এখন ও আসেনি।পল্লবীর চোখ পড়ল পাশের টেবিলে।কমলাক্ষ নয় তো!কিন্তু চেহারাটা অনেকটা আর্মির অফিসারের মতই মনে হয়।মুখ অবয়বটা সেরকম বটে।হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো।সেই সেইভ করা আননউন নাম্বারটি।হ্যাঁ ঐ টেবিলের লোকটাও তো মনে হচ্ছে কাউকে কল করছে।না পল্লবী এবারও কলটা রিসিভ করেনি।খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে।পল্লবী মনে মনে একা একা ভাবে কেন যে অপরিচিতি জন ব্যাক্তিটি কল করে,তা সে বুঝে উঠতে পারছে না।